কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ১ .....

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সহকারী প্রধান শিক্ষককে এক দিনে তিন শোকজ দিয়ে বরখাস্ত

শরীফুল আলম সুমন ▷

রাজধানীর মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাসাবো শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক এ এস এম মোসলেহ উদ্দিন মুনীরকে এক দিনেই তিনটি শোকজ দিয়ে সাময়িক বরখাস্ত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগের ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষেরই গঠিত তদন্ত কমিটি কোনো সত্যতা পায়নি। ওই শিক্ষক অভিযোগ করেছেন এর পরও তাঁকে চূড়ান্ত বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আজ রবিবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্র জানায়, ২০০৯ সাল থেকে মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত এ এস এম মোসলেহ উদ্দিন মুনীর। গত বছর ৯ জুলাই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি আওলাদ হোসেনের সঙ্গে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কথা-কাটাকাটি হয়। এরপর গত ১২ জুলাই রাতে মোসলেহ উদ্দিন মুনীরের কাছে একসঙ্গে চারটি চিঠি যায়। যার মধ্যে ছিল তিনটি কারণ দর্শানোর নোটিশ ও একটি সাময়িক বরখাস্তের চিঠি। তবে প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশটি গত ১০ জুলাই ইস্যু করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয়টি ১১ জুলাই ও তৃতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশটি ইস্যু করা হয় ১২ জুলাই। মোসলেহ উদ্দিন মুনীরকে সাময়িক বরখাস্তের চিঠিও ইস্যু করা হয়েছে ১২ জুলাই।

প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেলিনা শামসী স্বাক্ষরিত মোসলেহ উদ্দিন মুনীরকে পাঠানো কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ ছিল, 'আপনার কর্মকাণ্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় আপনি শিক্ষকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনকে হুমকি প্রদর্শন, অশোভন আচরণ করা ও ব্যঙ্গাত্মক বাক্য প্রয়োগ করেন যা শিক্ষকসুলভ আচরণের পরিপন্থী। আপনার চালচলন, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। উল্লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি চাকরিবিধি লঙ্ঘন করায় আপনার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না পত্র প্রাপ্তির তিন কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর অনুরোধ করা হলো।' তিনটি কারণ দর্শানোর চিঠির বিষয়বস্তু ছিল প্রায় একই।

গত ১২ জুলাই পাঠানো সাময়িক বরখাস্তের চিঠিতে বলা হয়, 'আপনার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আপনি কর্মে অদক্ষতা, কর্তব্যে অবহেলা, স্কুলের স্বার্থের বিপক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত থাকা ও পেশাগত অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত। তাই বিধি অনুযায়ী গভর্নিং বডির জরুরি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।'

মোসলেহ উদ্দিন মুনীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি তিনটি কারণ দর্শানোর নোটিশ ও সাময়িক বরখাস্তের চিঠি গত ১২ জুলাই রাত ৯টায় একসঙ্গে পেয়েছি। রিসিভ কপিতে এই সময়ও আমি উল্লেখ করেছি। এখন যদি প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশে আমাকে তিন কার্যদিবস করেও সময় দেওয়া হয় তাহলেও ৯ কার্যদিবস সময় আমাকে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেটা না দিয়ে একসঙ্গেই চারটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাহলে আমাকে কিভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো? এতেই বোঝা যায় পুরো ব্যাপারটি আগে থেকে সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

জানা যায়, মোসলেহ উদ্দিন মুনীরের অসদাচরণ তদন্ত করতে গত ২৪ জুলাই একটি কমিটি গঠন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, যার আহ্বায়ক করা হয় গভর্নিং বডির সদস্য মো. জাকির হোসেনকে। গত ২ আগস্ট কমিটির আহ্বায়ক তাঁর প্রতিবেদন জমা দেন। সেখানে বলা হয়, 'সহকারী প্রধান শিক্ষক যথাসময়ে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলো উদ্দেশ্যমূলক, ভিত্তিহীন, অসত্য ও বানোয়াট। বরং গভর্নিং বডির সভাপতি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একজন সম্মানিত শিক্ষককে অশ্লীল ভাষায় বকাঝকা করেন, চাকরি খাওয়ার হুমকি দেন ও মারতে উদ্যত হন যা একেবারেই অনুচিত। গভর্নিং বডি কিছু শিক্ষকের সহযোগিতায় শুধু বাসাবো থেকেই কোটি টাকা সরিয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। মোসলেহ উদ্দিন মুনীর প্রশাসনিকভাবে কঠোর থাকেন বলে কিছু শিক্ষক তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট। এর পরও তদন্ত কমিটির দুজন সদস্য আমাকে মোসলেহ উদ্দিন মুনীরের বিরুদ্ধে নির্দেশ মোতাবেক রিপোর্ট দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। বিষয়টি গর্হিত ও অনৈতিক। তবে আমি আমার রিপোর্ট পেশ করেছি।'

তদন্ত রিপোর্ট মোসলেহ উদ্দিন মুনীরের পক্ষে থাকলেও গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে এই সহকারী প্রধান শিক্ষককে স্থায়ী বরখাস্তের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে চিঠি দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ রবিবার বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটি চূড়ান্ত বরখাস্তের জন্য শুনানির আয়োজন করেছে। গত ৮ জানুয়ারি বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক এ টি এম মইনুল হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মোসলেহ উদ্দিন মুনীরকে আজ বোর্ডে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে আজ আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির শুনানি

মোসলেহ উদ্দিন মুনীর বলেন, 'আমাকে সাময়িক বরখাস্তের পর আমি অনেকের কাছেই গিয়েছি কিন্তু গভর্নিং বডির ভয়ে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। এমনকি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক জাকির হোসেন গভর্নিং বডির বিপক্ষে প্রতিবেদন জমা দেওয়ায় তাঁকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। পরে আবার পছন্দের লোক দিয়ে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমি বাধ্য হয়ে আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করেছি। মহামান্য আদালত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে শোকজ ও রুলনিশি জারি করেছেন। এর পরও আমাকে চূড়ান্ত বরখাস্তের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ শুনানির জন্য ডেকেছে।'

সূত্র জানায়, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদটি জাতীয় নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) সরাসরি নির্বাচন করে দেয়। এতে পরিচালনা পর্ষদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। তবে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদে আগের মতোই নিয়োগ দেয় গভর্নিং বডি বা বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ। এখন এই দুই পদে নিয়োগ পেতে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। মতিঝিল মডেল স্কুলে এই দুই পদে প্রায়ই পরিবর্তন দেখা যায়। বর্তমান অধ্যক্ষও ভারপ্রাপ্ত হিসেবে রয়েছেন। এখন মোসলেহ উদ্দিন মুনীরকেও সরিয়ে অন্য একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ারও পাঁয়তারা করছে গভর্নিং বডি।

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি আওলাদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মোসলেহ উদ্দিন মুনীর আগেও আরো কয়েকটা স্কুল থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন। আমরা বিভিন্ন অভিযোগে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু তিনি কোর্টে মামলা করেছেন। এখন আমাদের সাময়িক বরখাস্তের ছয় মাসের মধ্যে বোর্ডকে নিয়ম অনুযায়ী জানাতে হবে। আমরা জানিয়েছি। এখন আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেয় তা আমরা মেনে নেব।'